তারিখ
পৃষ্ঠা কলাম

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে ফেলেছে

আযম মীর ॥ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ করেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গভীরাতে পুলিশী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত উত্তেজনা এখন রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগসহ বাম রাজনৈতিক দলগুলো এই ইস্যুকে ঘিরে হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো গতকাল একটি সফল ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়েছে। সংগঠিত কোন পিকেটিং বা মিছিল-বিক্ষোভ ছাড়াই হরতাল সফল হওয়ায় বোঝা যায়, সাধারণ মানুষ গত ২৩ জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশের অ্যাকশন ও ছাত্র গ্রেফতারের ঘটনা এবং পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছে।

এই হরতাল পালিত হয়েছে এমন এক সময় যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বাংলাদেশ সফর করছেন। স্বভাবত সরকার বিব্রত। ২৩ জুলাইয়ের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ যথাযথ না হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল

৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে জটিলতর হয়েছে। বিশেষ করে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত বিতর্কিত এবং সর্বমহলে তা সমালোচিত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বক্তব্য, পুলিশের বক্তব্য এবং সরকারের নীতি-নির্ধারকদের বক্তব্য ছিল পরস্পরবিরোধ। সর্বোপরি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার চেষ্টা করে এর রাজনৈতিক দিককে উপেক্ষা করেছে। পরিস্থিতির গভীরতা আঁচ করতেও সরকারের নীতি-নির্ধারকরা ব্যর্থ হয়েছেন। সরকার টিভিসহ মিডিয়ার কাছে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেনি।

অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ দক্ষতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটিকে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। এই ইস্যুতে আওয়ামী লীগ বাম রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একটি সখ্যতা গড়ার সুযোগ পেয়েছে। আওয়ামী লীগ এই ইস্যুতে সরকারকে ডিফেন্সিভে নিয়ে গেছে। এই ধরনের ইস্যু সামাল দিতে সরকারের যে বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে তাও প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। এই ইস্যুতে সরকার তার গৃহীত পদক্ষেপের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পারেনি। দল ব জোটকেও কাজে লাগাতে পারেনি প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে সরকার। ক্ষমতা আসার ১০ মাসের মধ্যে দেশের শীর্ষ শিক্ষ প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘটন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় সেটব্যাক।

মাত্র কিছুদিন আগে ছাত্রদলের দু'গ্রু সন্ত্রাসীর গুলীবিনিময়কালে বুয়েটের একজ ছাত্রী নিহত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টি ব হয়ে গেছে। ৩ আগস্ট বুয়েট খোলার ক ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার জন্য ত আবার পিছিয়ে ১১ আগস্ট করা হয়েছে রাজধানীতে পরপর দু'টি বিশ্ববিদ্যাল বন্ধের ঘটনা নিঃসন্দেহে সরকারকে বিপা ফেলেছে। এর প্রতিক্রিয়া হবে দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন, সরকা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিরিয়াস না হ বিরোধীদল এই ইস্যুকে ঘিরে রাজনৈতি ময়দান সরগরম অব্যাহত রাখবে।